

২৮ জুলাই: সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্য, পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর (পিওকে) এবং সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ— এই তিনটি ইস্যুতে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে ভারত। মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, যে দেশ দুইদিন ধরে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং হিংসাকে মদত দিয়ে এসেছে, তাদের বহুব্ধবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দাবি করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।

সম্প্রতি পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আভাউল্লাহ তারার দাবি করেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতাই পাকিস্তানের জাতীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তি। সেই মন্তব্যের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অতীত রেকর্ড অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার দাবি করার চেষ্টা কৃত্রিম এবং ভিত্তিহীন।

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানায়, পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে সিন্ধু জল চুক্তিকেও বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। ২০১৫ সালের ২২ এপ্রিল পহলৈগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত চুক্তিটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রের মতে, রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষক সন্ত্রাসবাদের ধারাবাহিকতা দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিকেই দুর্বল করেছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে চলমান তথাকথিত বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের সমগ্র অঞ্চল, যার মধ্যে পাকিস্তানের অবৈধ দখলে থাকা এলাকাও রয়েছে, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর অভিযোগ, পিওকে-তে নির্বাচন কেবল পাকিস্তানের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা।

বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, পিওকে-তে সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভের মূল কারণ দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষণ, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চনা এবং প্রশাসনিক বৈষম্য। বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠন ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক সংকট এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের অভিযোগ তুলেছে।

কার্গিল বিজয় দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যেরও সমর্থন জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ায় ‘ভিত্তিহীন ও ফাঁপা’ বলে উড়িয়ে দিয়ে জয়সওয়াল বলেন, ভারতের অবস্থান স্পষ্ট। রাজনাথ সিং ভ্রাসে বলেছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনও আলোচনা হলে তা শুধুমাত্র পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হবে, কারণ ওই অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান অবৈধভাবে তা দখল করে রেখেছে।

সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের কিছু তরুণের সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রদের সমর্থন জানানো প্রসঙ্গও ওঠে। সেই প্রসঙ্গে জয়সওয়াল বলেন, ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রধান দাবি একটাই— পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপৃষ্ঠপোষক সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে হবে। তাঁর আশা, পাকিস্তানের তরুণ সমাজও এই বার্তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

বিদেশ মন্ত্রক পুনরায় স্পষ্ট করে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের পাকিস্তান অধিকৃত অংশের সমগ্র অঞ্চল ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

২৮ জুলাই: দেশজুড়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্য বাস্তবায়নে আয়ুত্থান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সমস্ত ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রকল্প কার্যকর রয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও নগদহীন ও মানসম্পন্ন চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সারকার। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১১ সালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জাতিগত জনগণনার ভিত্তিতে দেশের ১০.৭৪ কোটি পরিবার, অর্থাৎ জনসংখ্যার নিম্নতম ৪০ শতাংশকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল। পরে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ কোটি পরিবার করা হয়। ২০২৪ সালের মার্চে প্রায় ৩৭ লক্ষ আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সার্বিককাদের পরিবারও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবর্তীতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিহািয়াকে ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সী ৬ কোটি গরীব নাগরিক, অর্থাৎ ৪.৫ কোটি পরিবারকেও প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, অনেক রাজ্য নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পকে আয়ুত্থান ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এই পরিষেবার আওতায় এনেছে। ফলে প্রকল্পটির সুবিধা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেছে। এই প্রকল্পের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য জাতীয় পোর্টেলিটি। এর মাধ্যমে কোনও উপভোক্তা নিজের রাজ্যের বাইরে দেশের যেকোনও পালিকাভুক্ত হাসপাতালে সম্পূর্ণ নগদহীন চিকিৎসা করতে পারেন। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক এবং অন্য রাজ্যে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এমন রোগীদের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ২৯.০৫ লক্ষ আশুপুর্জ হাসপাতালে ভর্তি অনুমোদিত হয়েছে। এই চিকিৎসার মোট মূল্য ৮,৩৮৩.৯৭ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। প্রকল্পটি একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর সাহায্যে তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলি রোগীর পরিচয় যাচাই, ভর্তি, দাবি নিষ্পত্তি এবং অর্থপ্রদানের সমস্ত প্রক্রিয়া কাগজবিহীন ও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। উপভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়তে কেন্দ্র তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কর্মসূচির ওপরও জোর দিয়েছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, ডিজিটাল প্রচার, পথনাটিকা, সামাজিক মাধ্যম এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য মিত্রা রোগীদের পরিচয় যাচাই, ক্যাশলেস ভর্তি, হাসপাতালের সঙ্গে সমন্বয় এবং চিকিৎসার পুরো সময়জুড়ে সহায়তা করছেন। বিশেষত অন্য রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

কেবল পাকিস্তানের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা।

সিদেশ মন্ত্রকের দাবি, পিওকে-তে সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভের মূল কারণ দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষণ, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চনা এবং প্রশাসনিক বৈষম্য। বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠন ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক সংকট এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের অভিযোগ তুলেছে।

কার্গিল বিজয় দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যেরও সমর্থন জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ায় “ভিত্তিহীন ও ফাঁপা” বলে উড়িয়ে দিয়ে জয়সংওয়াল বলেন, ভারতের অবস্থান স্পষ্ট। রাজনাথ সিং ড্রাসে বলেছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনও আলোচনা হলে তা শুধুমাত্র পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হবে, কারণ ওই অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তান অবৈধভাবে তা দখল করে রেখেছে।

সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের কিছু তরুণের সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রদের সমর্থন জানানো প্রসঙ্গও ওঠে। সেই প্রসঙ্গে জয়সংওয়াল বলেন, ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রধান দাবি একটাই— পাকিস্তানকে রাষ্ট্রপৃষ্ঠোষক সীমান্তপারের সন্তাস্তাবাদ বন্ধ করণে হবে। তাঁর আশা, পাকিস্তানের তরুণ সমাজও এই বার্তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

বিদেশ মন্ত্রক পুনরায় স্পষ্ট করে দিয়েছে, সন্তাস্তাবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত এবং জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের পাকিস্তান অধিকৃত অংশসহ সমগ্র অঞ্চল ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ।



প্রেসিডেন্সিয়াল এস্টেটের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

২৫ জুলাই: রাষ্ট্রপতি হিসেবে চার বছর পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবন ও রাষ্ট্রপতি এস্টেটে গৃহীত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক, পরিবেশবান্ধব এবং সাংস্কৃতিক উদ্যোগের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। গত ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর চার বছর পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দর্শনার্থী পরিষেবা, শিশু কল্যাণ, পরিবেশবান্ধব পরিবহণ, আবাসন এবং শক্তি শাস্ত্রয় সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের সূচনা হয়।

এদিন রাষ্ট্রপতি ভবন পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করতে ডিজিটাল শ্রুতি-সহায়িকা পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়। এই অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবা হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি আরও চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হবে। পাশাপাশি শ্রাবণিক দিব্যঙ্গ দর্শনার্থীদের জন্য এতে সংকেত ভাষার সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া রাষ্ট্রপতির প্রাপ্ত উপহারসামগ্রীর তৃতীয় ডিজিটাল নিলাম সংস্করণ চালু করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপতির প্রাপ্ত তিনশোটি নিষিদ্ধ উপহার জনসাধারণের জন্য নিলামে তোলা হবে। আগামী ৫ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিলাম চলবে।

রাষ্ট্রপতি এস্টেটের শিশুদের জন্য ‘বচন – বাল পরিসর’-এর উদ্বোধনও করেন রাষ্ট্রপতি। এর অন্তর্গত ‘কিলকারি’ নামে শিশুদের জন্য একটি খেলাধুলার পরিসর এবং ‘সমর্থ আঙ্গনওয়াড়ী-সহ পালনা কেন্দ্র’ গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে শিশুদের নিরাপদ পরিচর্যা ও সার্বিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

পরিবেশবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক যাতায়াত ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে চালু করা হয়েছে ‘রাহী’ নামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যের বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবা। রাষ্ট্রপতি এস্টেটের কর্মী ও বাসিন্দাদের জন্য চালু হওয়া এই পরিষেবা পরিচালনা করবেন মহিলা চালক ও পরিচালিকারা। নারী, শিশু, প্রবীণ এবং দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাতায়াত নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিকটবর্তী মেট্রো রেল স্টেশন পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে। অনুষ্ঠানে শূন্য নিট শক্তি কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি নতুন পরিষেবা ভবনের শিলান্যাসও করেন রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নিকেতন (দেৱাদুন) এবং রাষ্ট্রপতি নিলয়ম (সেকেন্দ্রাবাদ)-এ নতুন আবাসন ব্যবস্থার উদ্বোধন এবং রাষ্ট্রপতি এস্টেটে কর্মীদের আবাসন পুনর্নির্মাণ প্রকল্পেরও শিলান্যাস করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, রাষ্ট্রপতি ভবনকে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় আদর্শের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। গত এক বছরে ভারতের সভ্যতাগত ঐতিহ্যকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আবক্ষ মূর্তি স্থাপন, ‘পরমবীর্য দীর্ঘা’ ও ‘গ্রন্থ কুটির’-এর উদ্বোধন, রাষ্ট্রপতি ভবনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কক্ষের ভারতীয়করণ এবং রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনায় ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ উপস্থাপনা। পরে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক পৃথক অনুষ্ঠানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর রাষ্ট্রপতিত্বের চার বছরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থের উদ্বোধন করেন এবং প্রথম কপিগুলি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. এল. মুরুগান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তির।

প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ‘রাষ্ট্রপতি ভবন : রাষ্ট্র কা ভবন’, ‘সেবা অউর সংবেদনা’, ‘সমাবেশী সহভাগিতা’, ‘ভারতীয়তা কা উৎসব’ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওড়িয়া ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সংকলন ‘আমা রাষ্ট্রপতি – আমা গৌরব’। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই গ্রন্থগুলির শিরোনাম ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের প্রতি আস্থার প্রতিফলন। তাঁর মতে, এই চিত্রসমৃদ্ধ প্রকাশনাগুলি রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহ্য, কার্যপ্রণালী এবং বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাঠকদের সত্যক ধারণা দেবে। একই সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ জাগিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করবে। রাষ্ট্রপতি

স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২২ সালের ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের দিনটি তাঁর কাছে সম্মানের চেয়ে বড় ছিল দায়িত্বের বিষয়। গত চার বছরে সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই তিনি কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে সফর কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবনে আগত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি নৈতিক মূল্যবোধে অধিকল থেকে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি নারীদের আত্মনির্ভর হওয়ার এবং আদিবাসী সমাজকে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। বিদেশ সফরে ভারতীয় প্রবাসীদেরও দেশের উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন বলেন, গত চার বছরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধানের অক্ষর ও চেনাকৈ সমানভাবে ধারণ করে রাষ্ট্রপতি পদকে মর্যাদা, বিনয়, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমৃদ্ধ করেছেন। ওড়িশার এক প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম থেকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তাঁর আরোহন ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক শক্তির এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অমৃত উদ্যান, রাষ্ট্রপতি নিকেতন ও রাষ্ট্রপতি তপোবন সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা, দিব্যাঙ্গবান্ধব রাষ্ট্রপতি ভবন গড়ে তোলা এবং চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন—এই সমস্ত উদ্যোগ রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠানকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার পরিবর্তে ভারতীয় চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি আরও বলেন, অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি ভাষায় ভারতের সংবিধান প্রকাশ ছিল এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ, যা আদিবাসী সমাজের মধ্যে গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে এবং দেশের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তাঁর আশা, এদিন প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সংবিধানবাদ, সেবা, সহমর্মিতা, অন্তর্ভুক্তি, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং জাতীয় একত্বের মূল্যবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্পাদকীয়

ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের পরবর্তী অধ্যায় ত্রুমশ সমুদ্রকে কেন্দ্র করেই রচিত হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে দেশ সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করেছে, বিশ্ববাণিজ্যের নেতৃত্বও সেই দেশের হাতেই গিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর ভূ-কৌশলগত বাস্তবতায় ভারতও সেই ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে রেখেই বন্দরকেন্দ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যান এবং সাগরমালা কর্মসূচি আজ আর কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প নয়; বরং এগুলি ভারতের সামুদ্রিক অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যিক অবস্থানকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে, গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যানের আওতায় এক লক্ষ নয় হাজার কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ের ১৮২টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। একইভাবে সাগরমালা কর্মসূচির অধীনে উপকূলীয় নৌপরিবহণ, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বন্দর সংযোগ এবং উপকূলীয় জনপদের উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই বিনিয়োগ কেবল বন্দর নির্মাণ নয়; এটি আসলে একটি সমগ্র লজিস্টিক্স বিপ্লবের ভিত্তি নির্মাণ। ভারতের দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যা ছিল লজিস্টিক্স ব্যয়। দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরেও পরিবহণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্য অনেক সময় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ত। বন্দর,

রেল, সড়ক ও জলপথকে একই অবকাঠামোগত নেটওয়ার্কে যুক্ত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে। একটি আধুনিক বন্দর তখনই কার্যকর হয়, যখন তার সঙ্গে দ্রুত রেল ও সড়ক সংযোগ থাকে। গতি শক্তি পরিকল্পনা সেই সমন্বয়কেই বাস্তবে রূপ দিতে চাইছে। সবুজ বন্দরের ধারণাও বর্তমান সময়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ডিজেলচালিত টাগবোটের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বা হাইব্রিড টাগ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, অনশোর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং শূন্য-নিগমন যানবাহন চালুর উদ্যোগ ভারতের বন্দর ব্যবস্থাকে পরিবেশবান্ধব করে তুলছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক পরিবহণে কার্বন নিঃসরণ কমানোর যে বৈশ্বিক লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে, তার সঙ্গে ভারতের এই উদ্যোগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সঙ্গে সবুজ জ্বালানি, বিশেষ করে গ্রিন হাইড্রোজেন ও গ্রিন মিথানল-এর জন্য যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতের জ্বালানি অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। গতি শক্তি ও সাগরমালা কেবল সরকারি প্রকল্প নয়; এগুলি আত্মনির্ভর ভারত, রপ্তানিমুখী অর্থনীতি এবং শক্তিশালী সামুদ্রিক ভিত্তি নির্মাণের কর্মসূচি। এই উদ্যোগগুলির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং জনঅংশগ্রহণ—এই স্তরের উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই ভারতের বন্দরগুলি আগামী দিনের জাতীয় শক্তির অন্যতম প্রধান হয়ে উঠবে।

বিকশিত ভারতের রূপরেখা

প্রযুক্তি, জ্বালানি ও সংস্কারে জোর প্রধানমন্ত্রীর

২৮ জুলাই: ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যপূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের গতি আরও বাড়াতে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে প্রশাসনিক সংস্কার, প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা, জ্বালানি নিরাপত্তা, সাইবার সুরক্ষা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করতে হবে। অনুভূমিক ও উল্লম্ব—উভয় স্তরের প্রশাসনিক বিভাজন দূর করে সমন্বিতভাবে কাজ করলে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে নাগরিককেন্দ্রিক প্রশাসনের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও নীতির কেন্দ্রে থাকতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকে।

তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতা অর্জনই আগামী দিনের অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম ভিত্তি। তিনি বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা কেবল অর্থনীতির সঙ্গে নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই উদ্ভাবন, জ্বালানির উৎসের বৈচিত্র্য এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক সংস্কার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কার কোনও সাময়িক স্লোগান নয়, বরং সুশাসনের জন্য এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সরকারি কাজের পদ্ধতি, কর্মসংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নত করার ওপর তিনি জোর দেন। দেশে দ্রুত ডিজিটাল অবকাঠামো বিস্তারের প্রেক্ষাপটে সাইবার নিরাপত্তাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন বাড়ছে, তেমনই সাইবার হামলার আশঙ্কাও বাড়ছে। তাই এই ক্ষেত্রে তরুণ উদ্ভাবক ও উদ্যোগপতিদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং সাইবার নিরাপত্তাকে একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। বৈঠকে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষেত্রগুলিতে সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিরও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন আশঙ্কার মোকাবিলায় কার্যকর জনসংযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিক্ষাক্রম চালুর ওপরও জোর দেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা যায়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একটি সরকারকে সবসময় তরুণ, গতিশীল এবং ভবিষ্যতমুখী থাকতে হবে। নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই আগামী দিনের সাফল্যের চাবিকাঠি। বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিবরা নিজ নিজ দফতরের অগ্রগতি, অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি উপস্থাপন করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন।

আমদানি কমে ৩৭.৫% রপ্তানি বেড়েছে ৮৯.১%

দেশীয় খেলনা শিল্পে উত্থান

২৮ জুলাই: ভারতের খেলনা শিল্পে গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্র সরকারের একাধিক নীতিগত পদক্ষেপ, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে খেলনা আমদানি কমেছে ৩৭.৫ শতাংশ, অন্যদিকে রপ্তানি বেড়েছে ৮৯.১ শতাংশ। সোমবার রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্র সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের খেলনা রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ৩৮৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ছিল ২০৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে খেলনা আমদানি ৩৭১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ২৩২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। এদিকে, চলতি বছরের ৪ থেকে ৭ জুলাই নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৭তম টয় বিজ ইন্টারন্যাশনাল বি-টু-বি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। টয় অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে ৪০০টি ভারতীয় খেলনা ব্র্যান্ড, ৪০টি দেশের ১০০ জন আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং প্রায় ৩০ হাজার ব্যবসায়িক প্রতিনিধি অংশ নেন। দেশীয় খেলনার বিপণন, ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্প্রসারণই ছিল এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য। সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে দেশের জন্য কোনও পৃথক জাতীয়

খেলনা নীতি নেই। তবে ভারতীয় খেলনা শিল্পকে শক্তিশালী করতে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর টয়স বা এনএপিটি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৪টি মন্ত্রক ও দফতরের সমন্বয়ে পরিচালিত এই কর্মপরিকল্পনায় ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধভিত্তিক খেলনা তৈরি, উদ্ভাবন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে খেলনার উপর বেসিক কাস্টমস শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করা হয়। পরে ২০২৩ সালে তা বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে খেলনার জন্য বাধ্যতামূলক মান নিয়ন্ত্রণ আদেশ যা কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্ডার নামেও পরিচিত, তা কার্যকর হয়েছে। ভারতীয় মান সংস্থা ইতিমধ্যে ১,৮০০-রও বেশি দেশীয় প্রস্তুতকারক এবং ৫০টির বেশি বিদেশি প্রস্তুতকারককে মানচিহ্ন ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে বাজারে নিম্নমানের ও অনিরাপদ খেলনার প্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১৯ সালে যেখানে বাজারে বিক্রি হওয়া খেলনার মাত্র ৩৩ শতাংশ নিধারিত মান পূরণ করত, সেখানে ২০২৫ সালের বিআইএস সমীক্ষায় এই হার বেড়ে ৯৫ শতাংশে পৌঁছেছে। খেলনা শিল্পে উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির

লক্ষ্যে কেন্দ্র স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় ৭০০-রও বেশি স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক ১৮টি খেলনা ক্লাস্টার এবং বস্ত্র মন্ত্রক ৪০টি খেলনা ক্লাস্টারে নকশা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রোডেটেড প্রকল্পের আওতায় ২,২০০-রও বেশি রপ্তানিকারককে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ভারত-অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য জোট, ভারত-ওমান, ভারত-নিউজিল্যান্ড এবং ভারত-ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির ফলে ভারতীয় খেলনা একাধিক আন্তর্জাতিক বাজারে শূন্য শুল্কে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। সরকারের দাবি, এই ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলেই ভারতীয় খেলনা শিল্প এখন আমদানিনির্ভরতা কাটিয়ে নিট রপ্তানিকারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানিসহ একাধিক দেশে দেশীয় খেলনার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই কেন্দ্র তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে। কেন্দ্রের এই রিপোর্ট সামনে আসতেই খেলনা সম্পর্কিত কুটির শিল্পে খুশির জোয়ার এসেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়িতদের অধিকাংশই আরও দেশীয় খেলনা বিদেশে বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর ফলে দেশীয় খেলনা শিল্পে আত্মনির্ভরতা গড়ে উঠবে।

স্বদেশী ও খাদি পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে সেনায়

২৮ জুলাই: স্বদেশি ও খাদি পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর জন্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের পণ্য ক্রয়, সীমান্তবর্তী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ এবং নাগরিক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যসভায় জানিয়েছে কেন্দ্র। সরকার জানিয়েছে, ২০২০ সালের ১৩ মার্চ থেকে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনকে কেন্দ্রীয় পুলিশ কল্যাণ ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা খাদি ও স্বদেশি পণ্য সহজেই কিনতে পারছেন। কেন্দ্র চারটি পণ্য—সর্ষের তেল, সূতি দড়ি (কটন বেড দরি), উলের কম্বল এবং বিছানার চাদর ও বালিশের কভার—খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের কাছ থেকে সংগ্রহের জন্য চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে সর্ষের তেল ও দরি সংগ্রহের দায়িত্বে রয়েছে আইটিবিপি, কম্বল সংগ্রহের দায়িত্বে সিআরপিএফ, এবং বিছানার চাদর ও বালিশের কভার সংগ্রহের দায়িত্বে সিএপিএফ-এর অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (মেডিক্যাল)। এছাড়া খাদি ও স্বদেশি পণ্য দেশের বিভিন্ন মাস্টার ভাণ্ডার ও সাবসিডিয়ারি ভাণ্ডার-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীও নিয়মিতভাবে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মৌমাছি পালনকে উৎসাহ দিতে ন্যাশনাল বি বোর্ড বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে। বাহিনীর ক্যাম্পাসে ফুলের গাছ লাগিয়ে মধু উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে এবং উৎপাদিত মধু জওয়ানদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম-২-এর আওতায় সীমান্তবর্তী এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে ফল, সবজি, দুগ্ধজাত পণ্য, শুকনো খাদ্যসামগ্রী এবং মাংস ক্রয় শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। সরকারের মতে, এর ফলে সীমান্ত এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় উৎপাদকরাও সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় সীমান্ত এলাকায় স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি হল সংস্কার, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, স্বাস্থ্য ও পশু চিকিৎসা শিবির, পানীয় জল, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা, মাদকবিরোধী প্রচার, সৌরশক্তির ব্যবহার, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের উন্নয়নসহ একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৪৬টি কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এতে ৬,১২৮ জন উপভোক্তা এবং ৩,৭৫৯টি পশু উপকৃত হয়েছে। মোট ব্যয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই জেলার জন্য ১১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পং জেলায় ২০২৫-২৬ সালে দক্ষতা উন্নয়ন, রান্নাঘর বাগান, বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারের মতো ৪টি কর্মসূচিতে ৭৮৩ জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন। এই কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫০০ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে জেলার জন্য ৫ লক্ষ ৭৮১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উদ্যানচাষে

সুরক্ষিত প্রযুক্তি

২৮ জুলাই: দেশে উদ্যানচাষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ‘মিশন ফর ইন্সটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হার্টিকালচার’ প্রকল্পের মাধ্যমে সুরক্ষিত চাষাবাদ প্রযুক্তির প্রসারে জোর দিচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তিগত ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সোমবার রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্র এই তথ্য জানিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, রাজ্য হার্টিকালচার মিশন, টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রুপ, প্রিসিশন ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, সেন্টার অব এক্সেলেন্স, আইসিএআর-এর বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

কমিষ্কা

শমিত



ব্যাঙের ছাতা...